শাসিতের গণতন্ত্র

এই গণতন্ত্র সুশীল ও সুশৃঙ্খল নয়। বরং তার চরিত্র ও ভঙ্গি অবধারিত ভাবে আপাত-বিশৃঙ্খল, চিৎকৃত ও প্রায়শই হিংস্র। নাগরিক সমাজের যতই চক্ষুপীড়ার কারণ হোক, এটাই উত্তর-ঔপনিবেশিক রাজনীতির বাস্তবতা। একে অস্বীকার করে বা গাল পেড়ে লাভ নেই। লিখছেন কল্যাণ সান্যাল

গণতন্ত্রের ব্যাপারটা ভাল না মন্দ, এ ব্যাপারে আমরা আজও ঠিক মনস্থির করে উঠতে পারলাম না। আমরা, মানে সুসংস্কৃত সিভিল সোসাইটির নাগরিকরা। এই যে আমাদের বহুদলীয় গণতন্ত্র, সর্বজনীন ভোটাধিকার— এই বিশাল দেশে দরিদ্র নিরক্ষর সব মানুষের প্রত্যেকের একটি ভোট— এ তো গর্ব করার মতোই ব্যাপার। অমন যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ এমার্জেন্সি-রাজ, এই আমজনতাই তো তাকে ভোট দিয়ে উল্টে দিল। তাই পাকিস্তান বা চিনের সঙ্গে তুলনা করে, আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে আমরা বিলক্ষণ শ্লাঘা বোধ করি।

আবার এই একই গণতন্ত্র নিয়ে আমাদের বিরক্তিরও শেষ নেই। ফুটপাত জুড়ে হকার, রাস্তায় অটোর দৌরাত্ম্য, চকচকে ফ্ল্যাটবাড়ির গা ঘেঁষে জবরদখল বস্তি— শহুরে নাগরিক জীবনের এই অস্বাচ্ছন্দ্যের উৎসগুলি সবই তো ওই গণতন্ত্রেরই সন্তান। ভোটের হিসেব আছে বলেই না রাজনৈতিক দলগুলো এদের তোয়াজ করে। এই যে নির্বাচনে জেতার জন্য সব দলই নানান ভর্তুকির প্রতিশ্রুতি দেয়, এই ইলেক্টোরাল পপুলিজম-ই তো অর্থনীতির সর্বনাশ করছে। উন্নতি করতে হলে তো গোড়ায় কিছু কষ্ট করতে হবে। ভোটের জন্য সবাইকে খুশি রাখতে হলে উন্নতিটা হবে কী করে? এ সব নিয়ে গণতন্ত্রকে গাল পাড়তেও আমাদের ক্লান্তি নেই।

বিজ্ঞান ও যুক্তিমনস্ক আধুনিকের চোখে গণতন্ত্র আবার নানান অনাধুনিক অনাচারের প্রশ্রয়দাত্রীও বটে। রাস্তা জুড়ে ধুমধাম করে শনিপুজো হয়, কোনও বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী পালস পোলিও টিকার বিরুদ্ধে প্রচার চালায়, অথচ সরকার বা প্রশাসন যে কড়া ব্যবস্থা নিতে পারে না, সে তো ভোটের কথা ভেবেই! আধুনিকতার যে প্রকল্পটি আমাদের সতত উদ্দীপিত করে তার পথে যে গণতন্ত্রই সবচেয়ে বড় কাঁটা, এ কথা বলতেও আমরা ছাড়ি না।

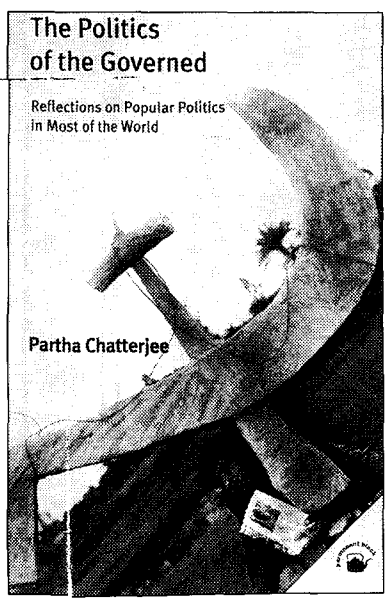

তৃতীয় বিশ্বের আধুনিক নাগরিকদের গণতন্ত্র নিয়ে এই যুগপৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, প্রেম ও বিরক্তি কী চোখে দেখেন সমাজবিজ্ঞানী? পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় বিদগ্ধজনের কাছে নতুন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লেনার্ড হেস্টিংস স্কফ স্মৃতি বক্তৃতামালায়— যা সম্প্রতি বই আকারে প্রকাশিত— তিনি তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্রকে নতুন ছকে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রয়াসটি অভিনন্দনযোগ্য, কারণ প্রচলিত ধ্যান-ধারণাপ্রসূত স্টিরিওটাইপ-এর ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করে তিনি আমাদের জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতাকে এক নতুন বিশ্লেষণের পরিসরে পুনঃস্থাপিত করেছেন।

পার্থর গল্পটি যথার্থ অনুধাবনের জন্য গোড়ায় কিঞ্চিৎ তত্ত্ব আলোচনা করতে পারলে সুবিধে হত। কিন্তু প্রভাতী দৈনিকের পাতায় তত্ত্বচর্চার আত্মবিশ্বাস, স্বীকার করছি, আমি আজও অর্জন করে উঠতে পারিনি। তাই তত্ত্ব-তন্তুজাল সরিয়ে আসল গল্পটা সহজ ভাষাতেই পেশ করি। পার্থ মূলত ভারতকে নিয়েই আলোচনা করেছেন, তবে তাঁর ছকটি যে কোনও উত্তর-ঔপনিবেশিক বাস্তবতার ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক। একদা-উপনিবেশগুলি যখন স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, সেখানে রাষ্ট্র-সিভিল সোসাইটি-নাগরিক অধিকারের ধারণাকে ভিত্তি করে রচিত আধুনিকতার প্রকল্পটির বাহক ছিল শহুরে শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠী। তাদের নেতৃত্বেই গোটা সমাজ আধুনিক হয়ে উঠবে, এ রকমটাই ভাবা হয়েছিল। কিন্তু এই সংখ্যালঘু এলিটের বাইরে যে বিপুল জনসমষ্টি, তারা তো কোনও অর্থেই 'নাগরিক' নয়। সে দিক থেকে দেখলে, স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষের নাগরিকত্বের ঘোষণাটি তো একটি 'ফিকশন'! ওই অ-নাগরিক জনতা এক কেন্দ্রহীন প্রশাসনিকতার কল্যাণকামী আর্থিক, সামাজিক নীতির লক্ষ্যবস্তু মাত্র। সিভিল সোসাইটির নাগরিক নয়, তারা 'পপুলেশন গ্রুপ'— যা প্রশাসন-প্রযুক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র। সিভিল সোসাইটির বাইরে পপুলেশন আর রাষ্ট্র ও প্রশাসনিকতার সম্পর্কের পরিসরটিকে পার্থ নাম দেন 'পলিটিক্যাল সোসাইটি'। এই অ-নাগরিক পরিসরটির সঙ্গে রাষ্ট্র ও প্রশাসনিকতার আদানপ্রদানের চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেন উত্তর-ঔপনিবেশিক গণতন্ত্রকে। এই প্রসঙ্গে, রাষ্ট্রের পরিসরে দলিতদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে গাঁধী ও অম্বেডকরের তীব্র সংঘাতের বিশ্লেষণের সঙ্গে তিনি গ্রামীণ কৌম জীবনের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই'-এর নাগরিক পরিচয়ের সন্ধানে যাত্রার কাহিনিকে যে ভাবে বুনেছেন, তা আলাদা করে তারিফযোগ্য।

সোজা কথায়, উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের তরফে প্রশাসনিকতার মধ্য দিয়ে অ-নাগরিক আমজনতার কল্যাণসাধনের যে-প্রক্রিয়া, গণতন্ত্র সেই প্রক্রিয়াটিতে মধ্যস্থতা করে। এই গণতন্ত্র সার্বভৌমত্ব, নাগরিক অধিকার ও সিভিল সোসাইটির গল্পটির মতো সুশীল ও সুশৃঙ্খল নয়। বরং তার চরিত্র ও ভঙ্গি অবধারিত ভাবে আপাত-বিশৃঙ্খল, চিৎকৃত ও প্রায়শই হিংস্র। নাগরিক সমাজের যতই চক্ষুপীড়ার কারণ হোক, এটাই উত্তর-ঔপনিবেশিক রাজনীতির বাস্তবতা। একে অস্বীকার করে বা গাল পেড়ে লাভ নেই।

ছিন্নমূল উদ্বাস্তু থেকে শুরু করে এই প্রান্তিক মানুষেরাই ছিল বামপন্থী রাজনীতির বিচরণভূমি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এদের প্রশাসন আর এন জি ও-র হাতে ছেড়ে দিয়ে বামপন্থা আজ ক্যাপিটাল-এর অন্দরমহলে বিনিয়োগ, প্রযুক্তি আর সংগঠিত শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার জগতে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে।

এই পলিটিক্যাল সোসাইটিতে অন্তর্তদন্ত চালিয়ে পার্থ দেখান, কী ভাবে গ্রামের প্রান্তিক কৃষক থেকে শুরু করে উন্নয়নের অভিঘাতে বাস্তুচ্যুত শহরের প্রান্তিক মানুষেরা— ঢাকুরিয়ার রেললাইনের পাশে জবরদখল কলোনি, ফুটপাতের উচ্ছেদ হওয়া হকার— গণতন্ত্রকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্র ও প্রশাসনিকতার সঙ্গে নিয়ত এক কূট স্ট্র্যাটেজির লড়াই চালিয়ে যায়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী শহরের এলিটকুল উত্তরোত্তর ভোটবিমুখ হয়ে পড়ছেন, নির্বাচনের দিনটি তাঁরা নির্ভেজাল ছুটির দিন হিসেবে দেখতেই আগ্রহী। অন্য দিকে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষেরা বিপুল উৎসাহে ভোট দিতে আসছেন। নেতারা নির্বাচনী প্রচারে যতই বিশ্বায়ন, সার্বভৌমত্বের বিকিয়ে যাওয়া বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট নিয়ে গলা ফাটান না কেন, এই মানুষরা ভোট দেন পুনর্বাসনের শর্ত, এলাকায় প্রাথমিক স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রাস্তা বা টিউবওয়েলে, অথবা শহরের অব-অর্থনীতিতে (সাব-ইকনমি) তাঁদের জীবিকার অধিকারের কথা মনে রেখে। গণতন্ত্র এঁদের কাছে কোনও পবিত্র প্রতিষ্ঠান— অলটার অব পাবলিক রিজন— নয়, টিকে থাকার কৃৎকৌশলের এক ব্যবহারযোগ্য হাতিয়ার মাত্র। একেই পার্থ বলেন, 'পলিটিক্স অব দ্য গভার্নড', শাসিতের গণতন্ত্র।

গল্পটি অবশ্য এখানেই শেষ নয়। পার্থর দাবি, প্রশাসনিকতার সঙ্গে এই যে স্ট্র্যাটেজির লড়াই, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পপুলেশন গ্রুপ এক কমিউনিটির চরিত্র অর্জন করতে পারে। এ কমিউনিটির ভিত্তি কোনও পূর্বনির্দিষ্ট আত্মীয়তা নয়, শাসিতের গণতন্ত্রই এই কমিউনিটির জন্ম দেয়। এই কমিউনিটি হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার নানান র‍্যাডিকাল সম্ভাবনা পার্থর কল্পনাকে উদ্দীপিত করে। তাঁর দাবি: প্রশাসনিকতা, গণতন্ত্র ও কমিউনিটি এই ত্রয়ী আধুনিকতার এক অন্য প্রকল্পকে ধারণ করে, যা এলিট নাগরিকদের দৃষ্টিগোচর হয় না— 'আ লেস গ্ল্যামারাস প্রজেক্ট অব ট্রান্সফর্মেশন'।

সতর্কতার সঙ্গে পার্থ যুক্তিগুলো সাজিয়েছেন। গদ্য তীক্ষ্ণ ও নির্মেদ। ধাপে ধাপে যে ভাবে তিনি ভাষ্যটিকে গড়েছেন, তাঁর নির্মাণ-নৈপুণ্যে অতি বড় সংশয়ী পাঠকও তাঁর গণতন্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাবে প্রাথমিক ভাবে রাজি হয়ে যাবে। তবে প্রথম পাঠের অভিঘাতে ধাতস্থ হওয়ার পর প্রশ্ন ওঠে। উঠতেই পারে, যেহেতু বিষয়টি একই সঙ্গে জটিল ও জরুরি। বিতর্ক, আমার বিশ্বাস, পার্থর কাছেও অভিপ্রেত।

একটা প্রশ্ন প্রথম থেকেই মনের মধ্যে ঘাই মারছিল। যে কেন্দ্রহীন কল্যাণকামী প্রশাসনিকতার কথা পার্থ বলেন, তার উদ্দেশ্য কী? তা যে মানুষের জীবনকে সঙ্কুচিত না করে ক্রিয়াশীল ও উৎপাদনশীল করে তোলে, কেন? পার্থ নিশ্চয়ই মানবেন, শেষ বিচারে প্রশাসনিকতা ক্যাপিটাল-এর পুনরুৎপাদনের শর্তগুলিই পূরণ করে যায়। তিনিও প্রথমে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সার্বভৌমত্ব, সিভিল সোসাইটি আর নাগরিক অধিকারের উত্থানের ইতিহাস আসলে ক্যাপিটাল-এরই রাজনৈতিক ইতিহাস। তা-ই যদি হয়, আজকের এই উত্তর-ঔপনিবেশিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ক্যাপিটাল-এর সম্পর্কটি কী রকম? বিশ্বায়নের জমানায় গ্লোবাল ক্যাপিটাল-এর চরিত্রায়ণ না করে কী করে এই গণতন্ত্রকে বুঝব?

গ্লোবাল ক্যাপিটাল যেমন এক দিকে জীবনের প্রতিটি পরিসরকে তার তন্তুজালে জড়িয়ে নিচ্ছে, তেমনই একই সঙ্গে তা এক বিপুলসংখ্যক মানুষকে, তাদের জীবন ও জীবিকাকে, ঠেলে দিচ্ছে প্রান্তিকতায়। এই ব্রাত্য, পরিত্যক্ত মানুষদের ক্যাপিটাল-এর অন্দরমহল থেকে দূরে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্যই তো তৈরি হচ্ছে এক গ্লোবাল গভর্নেন্স-এর ছক! এক সময়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু থেকে শুরু করে এই প্রান্তিক মানুষেরাই ছিল বামপন্থী রাজনীতির বিচরণভূমি। চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি, এদের প্রশাসন আর এন জি ও-র হাতে ছেড়ে দিয়ে বামপন্থা আজ ক্যাপিটাল-এর অন্দরমহলে বিনিয়োগ, প্রযুক্তি আর সংগঠিত শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার জগতে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে। প্রশাসনিকতা কি কখনও ওই প্রান্তিক জনতাকে মূল স্রোতে নিয়ে আসার কথা বলে? বরং তা পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রান্তিকতাকে নির্দিষ্ট ও স্থায়ী করে তোলে; তার চারপাশে গণ্ডি কেটে দেয়। আর সে গণ্ডি পেরোলেই প্রশাসনিকতার কল্যাণকামী মুখের আড়ালে রাষ্ট্রের হিংস্র মুখটি দৃশ্যমান।

এই পুনর্বাসন তো শেষ বিচারে ক্যাপিটাল-এর পরিসরটিকেই বৈধতা দান করে। পার্থ যে কমিউনিটির কথা বলেন, তা কি ওই বৈধতা দানের প্রক্রিয়াটিকেই আরও মসৃণ, আরও দক্ষ করে তোলে না? ওই কমিউনিটির রাজনৈতিক মাত্রাটি, পার্থ যার সম্পর্কে আশাবাদী, আমরা কোথায় খুঁজব? নানান কমিউনিটির মধ্যে যোগসূত্রই বা স্থাপিত হবে কী করে? আমি যতটুকু বুঝি, ক্যাপিটাল-এর সমান্তরাল যে প্রান্তিক অর্থনীতি, তাকে সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে, তার স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণের দাবির মধ্য দিয়েই কমিউনিটির বৃহত্তর রাজনৈতিক মাত্রাটি দৃশ্যমান করা সম্ভব। প্রান্তিক তখন স্ব-পরিচয় অর্জন করে, সে আর প্রান্তিক থাকে না। আর শাসিতের গণতন্ত্র তখন, একমাত্র তখনই, ক্যাপিটালের বৈধতাকে প্রশ্ন করতে পারে।

পার্থ আমার সঙ্গে একমত হবেন কি না জানি না। তবে গণতন্ত্র নিয়ে কিঞ্চিৎ মাথাব্যথা আছে এমন সকলের, আমি মনে করি, এই কৃশকায় কিতাবটি অবশ্যপাঠ্য।

দ্য পলিটিক্স অব দ্য গভার্নড: রিফ্লেকশনস অব পপুলার পলিটিক্স ইন মোস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড। পার্থ চ্যাটার্জি, পারমানেন্ট ব্ল্যাক, ২০০৪

লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির শিক্ষক

MARXISM AND GANDHI-II

Attacks On The Left Under Mahatma's Leadership

By SUBRATA MUKHERJEE

The militancy of the people was reflected in the people's rejection of the Government of India Act of 1935 and Nehru's eloquent support for socialism at the 1936 Lucknow Congress session. Even in the Indian princely states there emerged a new spirit among the people. In this radical and explosive situation, Gandhi accepted the inevitable consolidation of Leftist forces, but prevented the emergence of an independent working class movement. He even rejected the workers' demand to take up specific grievances against the capitalists in the name of nationalist unity. He did not permit any direct action by the peasantry on the ground that they were not sufficiently trained for non-violent action.

Expulsions

In the 1938 Tripuri session of the Congress, he inspired a Right-wing offensive against the Left-oriented president, Subhas Bose, compelling him to resign which is "rather low for the great man". Hiren Mukerjee alleges that, towards the late 1930s, while sharing limited power in the provincial governments, the Congress launched an attack on the Left under Gandhi's leadership. The basic features of this attack were:

(i) Police repression and an ideological attack were launched against the working class and the peasant organisations; (ii) in spite of this onslaught, the Congress took the initiative to solve some problems involving the working class to demonstrate to the British that it was capable of solving problems facing the country; (iii) the Congress evolved a new strategy for people's movements in the Indian states, but made it plain to the princes that the Congress had no intention of doing away with their privileges; (iv) while trying to control the Leftist forces and to consolidate its own, Congress leaders placed their attention on "fighting" the federal section of the Constitution (1935 Government of India Act). Its demand was for a democratically elected Constituent Assembly to frame the future Indian Constitution.

This increased the gulf between the Congress and the British administration as well as between the Left and Right in the Congress. It culminated in the attack on the Left at the Tripuri Congress. However, before it was possible to bring about large-scale expulsions from the Congress, a crisis of a greater magnitude, namely the Second World War, had begun leading to a new phase of Gandhian leadership.

During the Second World War, Gandhi tried to test the power of non-violence and also attempted to reach a political settlement with the British. Both these actions suited the Indian bourgeoisie as it "wanted political power badly enough but were afraid of a popular upsurge overflowing the limits set down". In the aftermath of India's Independence, Gandhi could not share the sense of triumph of other Congressmen as a stupendous achievement brought by non-violence. For Gandhi, the sordid process of Independence, communal riots and the power struggle within the Congress were indicators of a defeat and not a triumph.

Idealistic

Mukerjee considered the political thought of Gandhi unimportant. There was no hard and fast line in his political thinking. But, although Mukerjee rejected Gandhi's political philosophy as unimportant, he found that many of the Gandhian principles were akin to Green's formulation of common good and his insistence on duties rather than rights. This is similar to Bradley's ideas in *My Station And Its Duties*. Furthermore, Mukerjee considered Gandhi's political philosophy to be essentially idealistic. The important thing was Gandhi's leadership of a primarily bourgeoisie movement, even though his unique leadership gave it special flavour.

Mukerjee's criticism of Gandhi also had another justification. It was a detailed account, justifying his own preference for Marxism and not for Gandhism. But he also conceded that still the Gandhian framework might help in bringing social change. However, he failed to mention the spheres where such Gandhian action was desirable, especially when he declared that not much of Gandhian idealism was left in Gandhism.

Moreover he was also unclear about the real utility of such positive points when, according to his evaluation, Gandhism had positive points only for the Indian bourgeoisie. But he discussed Gandhi from his early years to his death without ever trying to analyse the man who had led a long political life. The basic differences between Marxism and Gandhi are clearly discernible but to say that he led a bourgeois movement in every phase overlooks the many times that Gandhi took stands which could hardly be conceived as being favourable to the bourgeoisie.

Mukerjee found a definite Rightist swing in Gandhi vis-a-vis the emergence of a powerful socialist movement within the Congress in the mid-1930s. It is true that Gandhi did not conceal his differences with the Congress socialists. He even threatened to leave the Congress if the socialists gained control. It is equally true that the Congress socialists differed considerably with Gandhi in those days. But taking into account the weaknesses of the Left in general and of the Congress socialists in particular, Gandhi's pronouncements need not be taken as a swing to the Right.

Progressive policies

Gandhi's role in securing a more predominant position for the Left by supporting the application of the single transferable vote in the Congress election, his close association with Nehru the socialist and his unqualified support for many progressive steps in the 1930s may be mentioned in this connection. Moreover, as Nehru pointed out, "the gulf between Gandhi and the Congress socialists was not really as wide as it seemed at the time".

Mukerjee, in spite of his detailed analysis of Gandhi's varied activities did not do full justice to Gandhi' role by claiming him to be the bourgeois leader of the Indian national movement. Gandhi's whole purpose was to lead a united struggle against the British. And though he wanted to pursue at least some progressive policies, he was conscious that any drastic moves in those directions would alienate influential sections of society. This was of supreme importance when the Left forces were not very powerful.

Many Indian Marxists probably share this opinion as well. For instance, in the collection of essays dedicated to the 150th anniversary of the birth of Karl Marx, without any mention of Mukerjee's and Namboodiripad's studies, it was flatly admitted by Boudhayan Chattopadhyaya that "the failure to understand Gandhi is the most enduring failure of Marxism in India".

(Concluded)

THE STATESMAN 28 OCT 2004

MARXISM AND GANDHI-I

Both The Positive And Negative Aspects

St. 6 27/10

By SUBRATA MUKHERJEE

The Marxist movement in India and the beginning of the Gandhian era virtually coincided after the First World War. However, in the entire pre-Independence period, opposition to Gandhi by the Marxists both in regard to his political presence and philosophy was total. Beginning with MN Roy, the unfulfilled quest for finding an alternative to Gandhi was the guiding principle of the Marxists. However, in marked contrast to the pre-Independence Marxist framework, the post-Independence period saw a softening of the Marxist attitude towards Gandhi. Even Rajni Palme Dutt, who had earlier provided the theoretical basis of the Marxist criticism of Gandhi in the pre-Independence period, discovered an element of greatness in Gandhi following the latter's assassination.

Leadership

In the context of this changed assessment, two important fresh assessments of Gandhi emerged with the writings of Hiren Mukerjee's *Gandhiji: A Study* (1958) and EMS Namboodiripad's *Mahatma and the Ism* (1949). Mukerjee and Namboodiripad found a combination of practical wisdom with high idealism in Gandhi, which made him the most powerful figure in India's struggle for freedom. But they found both the positive and negative aspects of Gandhi's leadership. On the positive side, the most remarkable achievement was the following of the millions of people over a long period of time. The negative aspect was that, this massive following notwithstanding, Gandhi's achievements were "meagre".

Beginning with the non-co-operation movement, they felt that Gandhi and his advisers never appreciated the militancy of the people and their active participation in the national movement. The failure of the non-cooperation movement was attributed to this.

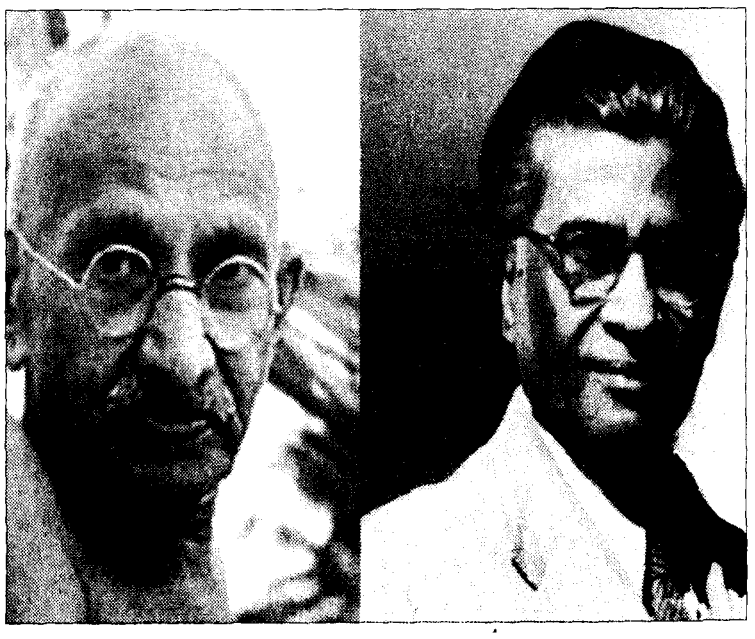

Direct control

After the suspension of the non-cooperation movement, Gandhi carried on a number of activities like supporting a section of the Congress leadership to carry on the strengthening of the Indian bourgeoisie by using the legislative forum, to divert the activity and attention of many honest Congressmen from political activity to social work and to develop many independent organisations like the All India Khadi Board which would provide the base for future political struggles.

By these methods Gandhi retained direct control of the constructive programmes and the indirect leadership of the legislative wing. But the constructive programme was not designed to train people for a fight against imperialism. The masses were kept within safe limits so that they could not challenge the bourgeois domination.

Mukerjee mentions the rise of a strong working class movement in the 1920s along with the emergence of a Left-wing leadership within the Congress under the leadership of Nehru and Bose. These developments disturbed Gandhi and he did not take any part in shaping the Congress policy at the Madras session in 1927, which passed a historic resolution declaring total Independence as the goal of the Congress and also called for the boycott of British goods. Gandhi explicitly objected to these resolutions. He contained the Left swing and took the initiative to see that the Left was checked and remained under his leadership. He opposed militant anti-imperialism and a tilt towards socialism, the two goals which Mukerjee feels could free the country from communalism. In preventing this radicalisation of the national movement, Gandhi's leadership was warmly welcomed by the Indian bourgeoisie.

Social reforms

By 1930, Gandhi virtually became indispensable to the nationalist movement. However, his stress on non-violent action without any visible result was the price India had to pay for his unique leadership, which was a "heroic essay in impossible ethics". The marking of 26 January as Independence Day at the 1930 Karachi Congress reflected a new mass upsurge, which was consolidated in spite of severe repression by the government. Gandhi, instead of leading massive political movements, concentrated on relatively unimportant social reforms. His change of technique in the absence of any sign of violence was directed at protecting the class interests of the bourgeoisie.

Mukerjee also notes the subsequent retirement of Gandhi from politics. But this was more formal than real as he was always available for consultations with the Congress leadership and no important decision was taken without him. In response to the theory of classes, he emphasised trusteeship to resolve the conflict of classes.

(To be concluded)

The author teaches in the Department of Political Science, University of Delhi.

THE STATESMAN 27 OCT 2004